ফটিক বারি যাচে রে

সোহারাব হোসেন

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রস্তাবনা

(নেপথ্য থেকে জীবনকথকের গান শোনা যাচ্ছে)

শোনো বলি শোনো কথা রঙিন বন্ধু ভাই।
উপকথার কাহিনি এক আজিকে শোনাই।
ভূতের দেশের মহারাজার আজব ভারি চল।
দেশের মাঝে পুঁতিয়াছেন তেজস্ক্রিয় কল।।
বিপদ দেখে ছোট্টরা সব রাজার কাছে যায়।
প্রতিবাদের পথে গিয়ে মৃত্যু সাজা পায়।।
দুঃখেভরা সেই কাহিনির দুখের গাথা শোনো।
ছোট্ট সবুজ হৃদি-পাতায় দুঃখগীতি বোনো।।
(গান শেষ করে জীবনকথক মঞ্চে প্রবেশ করে)

জীবনকথক ৷ ভূতরাজ্য। এখানকার সবাই ভূত। রাজা-প্রজা-সেনাপতি-মন্ত্রী সব্বাই ভূত। ছোট্ট বেঁটে চেহারা তাঁদের। ভূতরাজ্যের উদ্যানে খেলা করছে রাজকন্যা সুমনা, মন্ত্রীপুত্র সমৃদ্ধ, সেনাপতিপুত্র রীতিক, রাজকবির কন্যা ঋতিসা, কোটালপুত্র ঋজু। এখন শেষ বিকেল। আকাশ রক্তবর্ণে রাঙিয়ে আছে। চলো আমরা সবাই ওই ভূত-শিশুদের দলে যোগ দিই।

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

(উদ্দেশ্যহীন ছোটাছুটি করতে করতে সমৃদ্ধ হঠাৎ সবাইকে থামিয়ে দিল। অন্যরা তার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালে সমৃদ্ধ কথা শুরু করে।)

সমৃদ্ধ। শোনো শোনো বন্ধুরা সব শোনো দিয়ে কান।
মাথায় আমার জন্মেছে এক মজার খেলার গান।।

সুমনা। মজার খেলা? বলো বন্ধু, বলো তাড়াতাড়ি।
সবিস্তারে না বলিলে দেব সবাই আড়ি।।
মহানন্দে যাঞ্চা করি, দেখাও নতুন পথ।
কী গো বন্ধু, জানাও সবাই তোমাদের কী মত।।

রীতিক, ঋতিসা ও
ঋজু। চোখে তোমার উড়ছে দেখি দুধেল সাদা বক।
বেলা গড়ায় শীঘ্র বলো তোমার খেলার ছক।।
বলতে যদি দেরি করো অস্তে যাবে বেলা।
সন্ধে হলে থাকব না কেউ দেখতে তোমার খেলা।

[মন্ত্রিপুত্র তখনও ঠোঁটে তালা দিয়ে আছে। মিটমিট করে হাসছে। ভাবদেখে অন্যরা তার সামনে প্রার্থনার ভঙ্গিমায় হাঁটু গেড়ে বসল। সুমনা তাকে উদ্দেশ্য করে কথা ছাড়ল।]

সুমনা। এই শোন একদম করবি না ফাজলামি।
তাহলেই রেগে যাব চটে যাব এই আমি।।
তার আগে ঝটপট চটপট মুখ খোল।
নতুন খেলার ঘরে চল সবে খাই দোল।।

সমৃদ্ধ। (সবাইকে পাক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে)
আগের খেলায় মন ভরে না সব সেগুলো পুরানো।
আজ খেলব নতুন খেলা সবারই মন জুড়োনো।।
নতুন খেলায় তোমরা সবাই থাকো যদি রাজি।
এসো যে যার খুশিমতো বহুরূপী সাজি।।
কেউ হই গাছপালা কেউ ফুল-পাখি।
তাদের মনের কথা সবে মিলে রাখি।।
গাছপালা নদী-নালা প্রজাপতি পাখি সব।
আমাদের বুকে ঢুকে জুড়ে দিক কলরব।।
কী গো ভাই বন্ধুরা, করে আছ কেন চুপ?
বলো কার সাজ কী, কে নেবে কার রূপ?

ঋজু। বাহারে কী মজা ভারি ধন্যি এ বুদ্ধি।
বড়ো হয়ে রাজা হবি তুই সমৃদ্ধি।।
হয় হোক আজ তবে আন খেলা বন্ধ।
প্রাণ খুলে আজ নেব ফুল-পাখির গন্ধ।

রীতিক ও ঋতিসা। কী ভীষণ মজা ওরে হুর্‌রে! আমরাও আছি রাজি।
আয় সবে তাড়াতাড়ি ফুল-নদী-পাখি সাজি।।

সমৃদ্ধ। (নাচতে নাচতে সুমনার সামনে গিয়ে)
কী রে মেয়ে চুপ কেন মনে কীবা ধন্ধ!
এ নতুন খেলা কি তোর হয়নি পছন্দ?

সুমনা। (উঠে দাঁড়িয়ে রীতিক-ঋতিসার হাত ধরে)
মোটেই না, মনে নেই ভিন কোনও দ্বন্দ্ব।
এ খেলার ঘরে আছে স্বর্গীয় গন্ধ।।
চলো সবে খেলি গিয়ে বহুরূপী খেলাটি।

হাসি-গানে ভরে যাক এই মণিমেলাটি।।

সমৃদ্ধ। বেশ বেশ! চলো তবে খেলা হোক চলতি।
খুশি মনে খেলবো করব না গলতি।।

(সবাই এবার গোল হয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়ায় তারপর একে একে নিজেদের ইচ্ছার কথা বলে)

সুমনা। আমার সাধের ইচ্ছে-কথা জানতে চাবে যদি।
আমি তবে সাজব শোনো ছোটো একটা নদী।
পথে পথে পায়ে পায়ে এঁকে বেঁকে যাব।
কলকল সংগীত ঢেউতুলে গাবো।
দুই-কুলে আম-জাম-কাঁঠালের ছায়া।
কুলকুল বয়ে যাব গায়ে মেখে মায়া।।
নিদাঘ দুপুরে যদি পোড়ো হলাহলে।
ডুব দিয়ে শান্ত হবে সুশীতল জলে।।
দুই কূলে বায়ু বহে থামি না কোথাও।
পুণ্য প্রবাহে চলে জীবনের নাও।।

(সুমনার কথা শেষ হলে সবাই হাততালি দেয়। একসঙ্গে বলে ওঠে— 'সাজের মহারেশ। বাহবা বাহবা বেশ!' তারপর সমৃদ্ধ এগিয়ে আসে রীতিকের দিকে)

সমৃদ্ধ। প্রাণখুলে কথা বল মুখভরে হাস।
হাসির সুরেই বল দেখি ভাই তুই কী সাজতে চাস।।

রীতিক। মনে আছে এই সাধ ঝড় হব আমি।
পৃথিবীর বুকে ঘোর গতি হয়ে নামি।।
আমার তাণ্ডবে সবে পাবে সদা ভয়।
কিন্তু জেনো সে-আমার সত্যরূপ নয়।।
ঘর ভাঙি গাছ ফেলি আনি দুর্যোগ।
ভাঙার ভিতর ভাঙি পুরাতনী রোগ।।
ভাঙার কোপেতে জরা সরে যায় দূরেতে।
নতুন জীবন গড়ি ঝড়-জল-সুরেতে।।

(রীতিকের কথা শেষ হতেই সবাই ঝড়ের অভিনয় করে। গাছ হয়ে ভেঙে পড়ে। তারপর সোজা হয়ে হাততালি দেয়। অতঃপর সমৃদ্ধ ঋতিসার সামনে গিয়ে বলে:)

সমৃদ্ধ। এবার বলো বন্ধু তুমি তোমার মনের কথাটি।
গাছ হবে না পাখি হবে, নাকি বনের লতাটি।

ঋতিসা। মনের কোণে ইচ্ছা ভীষণ সাজব আমি গাছ।
সবুজের সমারোহে সদা করি নাচ।।
ফুল-রঙে ভরে দেব মোর সব শাখা যে।
পাখিরা করিবে রব মেলি রাঙা পাখা যে।।
পথিকপ্রবর যদি হয় পথক্লান্ত।
ক্ষণিক বসিলে ঠিক হয়ে যাবে শান্ত।।
ছায়ার সুরেতে ফের গেয়ে যাব গান।
নিজদেহে গড়ে দেব পৃথিবীর প্রাণ।।

(সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। সমৃদ্ধ ফের ঋজুর সামনে গেল)

সমৃদ্ধ। চুপচাপ কেন ভাই, কী বা হতে চাও গো।
চটপট কথা বলো সাধ-গীত গাও গো।।

ঋজু। মেঘ হব আকাশেতে এ আমার বড়ো সাধ।
পাখিসম ওড়াউড়ি নাই বাধা নাই বাঁধ।।
ঋতু বদলের ফেরে এই জগতেরে।
জল দেবো ফল দেবো সব কাজ সেরে।।
তোমাদের দলে যারা প্রাণখুলে হাসো।
এসো মোর কাঁধে চড়ো কল্পনায় ভাসো।।
সবে নিয়ে উড়ে যাব পৃথিবীর পার।
দুঃখ নেবো শুষে, দেবো জীবন নির্ভার।।